

এ. প্রস্তুতি:

বিশ্রামদিন (যাত্রাপুস্তক ৩৫:১-৩)

- ❖ ঈশ্বরের মহিমার এক ঝলক দেখার পর মোশি জনগণের কাছে পৌঁছে দিলেন “যা প্রভু আজ্ঞা করেছেন” (যাত্রাপুস্তক ৩৫:১, ৪)। এই নির্দেশনায় সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক (বিশ্রামদিন) এবং স্থানে সম্পর্ক (মণ্ডপ) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- ❖ সৃষ্টিকালের সময় থেকেই ঈশ্বর বিশ্রামদিনকে আলাদা করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তাঁর সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারি (আদি ২:১-৩; যাত্রাপুস্তক ২০:১১)। এবং তিনি দশ আজ্ঞা ঘোষণার ঠিক আগে ইস্রায়েলকে এটি স্মরণ করিয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৬:২২-২৯)।
- ❖ বিশ্রামদিন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর আমাদের স্রষ্টা ও মুক্তিদাতা (ব্যব. ৫:১৫), এবং আমাদের ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়, যখন আমরা চিরকাল তাঁর সঙ্গে উপভোগ করতে পারব (যিশাইয় ৬৬:২২-২৩)।

স্বচ্ছ দান (যাত্রাপুস্তক ৩৫:৪-৩৬:৭)

- ❖ তাম্বুর কাজে অবদান রাখার দুটি উপায় ছিল: উপকরণ দান করা এবং শ্রম প্রদান করা।
- ❖ সুতো কাটার কারিগর, দর্জি, কাঠমিস্ত্রি, খোদাইকারী, স্বর্ণকার প্রভৃতি সবার কাজের প্রয়োজন ছিল।
- ❖ সবাই এতই আগ্রহী হয়ে উঠেছিল যে বেসালেল, অহলিয়াব এবং অন্য কর্মীরা মোশিকে অনুরোধ করল যেন লোকদের আর দান আনতে না বলা হয় (যাত্রাপুস্তক ৩৬:৩-৭)।
- ❖ এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য, সমস্ত কর্মীদের পবিত্র আত্মা বিশেষ দান দ্বারা পরিপূর্ণ করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩৫:৩০-৩৬:২)। তেমনি, তিনি আজও ঈশ্বরের কাজে সহযোগিতা করা প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় দান প্রদান করেন।

বি. মণ্ডপ:

নির্মাণকাজ (যাত্রাপুস্তক ৩৬:৮-৩৯:৪৩)

- ❖ মণ্ডপের কার্য সম্পাদনের জন্য কোন উপাদানগুলো প্রয়োজনীয় ছিল?
 - মণ্ডপ (পবিত্র ও অতিপবিত্র স্থান); সোনার সিন্দুক; রুটির টেবিল; প্রদীপাধার; ধূপবেদি; দক্ষবলি বেদি; ব্রোঞ্জের ধোবার পাত্র; বাইরের অঙ্গন; এফুদ; বক্ষবন্ধনী; এবং অন্যান্য সমস্ত পোশাক।
- ❖ নির্মাণ শেষ হলে, মণ্ডপ (মণ্ডপ ও প্রাঙ্গণ) দুই ধরনের সেবার স্থান ছিল: দৈনিক ও বাৎসরিক। এই দুই প্রকার অনুষ্ঠান একত্রে আমাদের শিক্ষা দেয় যে:
 - ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন
 - ঈশ্বর পাপীকে রক্ষা করেন
 - ঈশ্বর দুষ্টিদের ধ্বংস করবেন
 - ঈশ্বর আমাদের একটি মহিমাময় ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দেন
- ❖ দৈনিক সেবার মাধ্যমে ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে তিনি কৃপা করে পাপীকে ক্ষমা করেন: নির্দোষ পশুর মৃত্যুর মাধ্যমে- “ঈশ্বরের মেঘশাবক যিনি জগতের পাপ দূর করেন” (যোহন ১:২৯)।
- ❖ বাৎসরিক সেবার (প্রায়শ্চিত্ত দিবসের) মাধ্যমে ঈশ্বর দেখিয়েছেন কিভাবে তিনি মহাবিশ্ব থেকে পাপ দূর করবেন, মন্দ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান প্রকাশ করবেন (গীত ৭৩:১৭)।
- ❖ মণ্ডপ ছিল ঈশ্বরের উপাসনা, প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থান।

উৎসর্গ (যাত্রাপুস্তক ৪০:১-৩৮)

- ❖ নির্গমনের বই শেষ হয় মণ্ডপ ও যাজকদের উৎসর্গের মাধ্যমে। এই অধ্যায়ের প্রধান চরিত্র অবশ্যই ঈশ্বর, যিনি তাঁর মহিমাময় উপস্থিতি দ্বারা সব কিছু পূর্ণ করেন (যাত্রাপুস্তক ৪০:৩৪)। এই উপস্থিতি মেঘ ও শেকিনা (সিন্দুকের করুবদ্বয়ের মধ্যে ঈশ্বরীয় মহিমার প্রকাশ) আকারে মণ্ডপের সঙ্গে থেকেছিল।
- ❖ কয়েক মাসের কাজ শেষে, মণ্ডপটি মিশর থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্থাপন করা হয় (যাত্রাপুস্তক ৪০:২, ১৭)। সবকিছু যথাযথভাবে সাজানো হয়েছিল (সিন্দুক, পর্দা, টেবিল, প্রদীপাধার, সোনার বেদি, ব্রোঞ্জের বেদি, ধোবার পাত্র) এবং উৎসর্গীকৃত হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ৪০:৯)।
- ❖ অবশেষে, হারুন ও তাঁর পুত্রদের যাজকীয় পোশাক পরানো হয় এবং তাঁদের মিশনের জন্য অভিষিক্ত করা হয় (যাত্রাপুস্তক ৪০:১২-১৫)।

সি. অন্যান্য মণ্ডপ:

❑ **যিশু ও নতুন যিরূশালেম**

- ❖ যোহন ১:১৪ সরাসরি বলে যে যিশু দেহ ধারণ করেছিলেন এবং আমাদের মাঝে “মণ্ডপ করেছিলেন”। তাঁর দেহধারণের মাধ্যমে, যিশু, চিরন্তন ঈশ্বর, আমাদের মধ্যে শারীরিকভাবে বাস করার ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তিনি হলেন ইন্মানুয়েল, “ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে” (মথি ১:২৩)।
- ❖ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, ঈশ্বর আজও আমাদের সঙ্গে বাস করেন (মথি ১৮:২০; ১ করিন্থীয় ৩:১৬)।
- ❖ তবে খুব শিগগিরই সেই দিন আসবে, যখন আমরা আমাদের ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখতে পাব, এবং তাঁর সঙ্গে বাস করব, সেই রাজকীয় মণ্ডপে, যা তিনি নিজেই আমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন: নতুন যিরূশালেমে (প্রকাশিত বাক্য ২১:৩)।